উমেন এন্ডিং হাঙ্গার

সাম্য, শান্তি ও বিকাশের জন্যই নারীর ক্ষমতায়ন

উমেন এন্ডিং হাঙ্গার মহিলা সমিতি

নারীর প্রতি সকল ধরণের বঞ্চনার অবসান এবং নারীর আত্মশক্তির বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ তৈরীতে একটি প্লাটফরম হিসেবে কাজ করছে উমেন এন্ডিং হাঙ্গার। সংগঠনটি নারীর সাংগঠনিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নসহ খাদ্য-পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা এবং সামাজিক সমতা অর্জনে কাজ করে।

উমেন এন্ডিং হাঙ্গার স্বপ্ন দেখে, একটি বৈষম্যহীন, ক্ষুধামুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন যেখানে নারীরা মর্যাদাবান, আত্মনির্ভরশীল এবং পরস্পর নির্ভরশীল।

উমেন এন্ডিং হাঙ্গার নারী সংগঠন হিসেবে বোদা উপজেলার চন্দনবাড়ি ইউনিয়নে নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০০১ সাল থেকে কাজ করে আসছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড' এর অনুপ্রেরণা ও সহায়তায় সংগঠনটি গড়ে উঠে। চন্দনবাড়ি ইউনিয়নে উমেন এন্ডিং হাঙ্গার এর ২৪টি নারী দল রয়েছে প্রায় ৭০০ নারী এই সংগঠনটির সদস্য। ২০১৪ সালে সংগঠনটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়। নিবন্ধন নম্বর: পঞ্চ/১২৬। ২০২২ সালে অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন এর মাধ্যমে উমেন এন্ডিং হাঙ্গার একটি 'ফেডারেশন' হিসেবে ঘোষিত হয়, যার ছায়া তলে মোট ২৬টি নারী দল এবং এর ৭০০ সদস্য একীভূত হওয়ার ঘোষণা দেয়।

বোদা উমেন ফেডারেশন : প্রত্যয়ী নারীদের মঞ্চ

গ্রামের পিছিয়ে পড়া নারীদের দল গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের আত্মিক বিকাশ সাধন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বোদা উমেন ফেডারেশন ২০২৩ সালে যাত্রা শুরু করেছে। সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠন 'উমেন এন্ডিং হাঙ্গার মহিলা সমিতি' এই ফেডারেশনের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে বোদা উপজেলার চন্দনবাড়ি ইউনিয়ন, পাঁচপীর ইউনিয়ন এবং বোদা পৌরসভার অন্তর্গত ২৬টি নারী দলের আওতায় সাত শতাধিক সদস্য আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে।

বোদা উপজেলার নারীদের এই সমন্বিত মঞ্চ বা নারী ফেডারেশন বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড ও বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় আত্মমর্যাদায় ও অর্থনৈতিকভাবে বিকশিত নারী হয়ে ওঠার জন্য নিবেদিত রয়েছে। ভবিষ্যতে সমগ্র বোদা উপজেলাতেই নারীরা যাতে নিজেরা ছোট ছোট দল গঠন করে 'খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন' সাধন করতে পারে সে লক্ষ্যে বোদা উমেন ফেডারেশন কাজ করছে।

সাংগঠনিক ক্ষমতায়ন

এর উদ্দেশ্য হলো,

১. স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের সংঘবদ্ধ করা।

২. নারীরা সংগঠিত হওয়ার ফলে তাদের সমস্যাগুলো এবং তা সমাধানে করণীয়সমূহ নিজেরাই চিহ্নিত করতে পারবে ও তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে সক্ষম হবে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

এর উদ্দেশ্য হলো,

১. অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিকাশে তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

২. সংগঠনের আয়বর্ধক কর্মসূচীর আওতায় অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা।

তথ্যগত ক্ষমতায়ন

এর উদ্দেশ্য হলো,

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শোষণ অবসানের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালা, প্রচলিত আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিরাজমান তথ্য নারীরা যাতে সহজেই পায় এবং সেগুলো কাজে লাগাতে পারে সে বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি

এর উদ্দেশ্য হলো :

১. নারীর বিকাশে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এডভোকেসী করা

২. বিদ্যমান সেবা সুবিধাগুলো নারীর জন্য সহজলভ্য করার মাধ্যমে একটি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি:

পারিবারিক পর্যায় থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সহায়ক এডভোকেসী কর্মসূচী গ্রহণ।

লক্ষ্য

নারীর প্রতি সকল ধরণের শোষণ ও বঞ্চনার অবসান, নারীর আত্মশক্তির বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে নারীদের স্বতন্ত্র একটি প্লাটফরম হিসেবে বোদা নারী ফেডারেশন কাজ করবে।

উদ্দেশ্য

- পরিবার ও এলাকার মানুষের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ
- নারীর প্রতি প্রচলিত পশ্চাৎপদ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানসিকতার পরিবর্তন
- নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে সহায়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন
- নারীর ক্ষমতায়ন সহায়ক পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সকল অংশীজনদের সাথে সহভাগিতা

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

- কর্মএলাকার গ্রামগুলোতে ১০ থেকে ৩০জন নারী সংগঠিত হয়ে সেলফ-হেলফ নারী সমিতি গড়ে তোলা।
- সভা পরিচালনা, সঞ্চয় জমা, সঞ্চিত টাকা দিয়ে নিজেদের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, নিজেরা তথ্য/হিসাব সংরক্ষণ ও গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেরা বিকশিত এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়া।
- উমেন এন্ডিং হাঙ্গার সমিতি কর্তৃক ফেডারেশনের কার্যক্রম পরিচালনায় অনুঘটক/সহায়কের ভূমিকা পালন।
- সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন।
- সরকারি-বেসরকারি সেবা সংগঠনগুলোর সাথে সমন্বয় ও সহভাগিতায় কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

সংগঠনের কর্মকৌশল :

- আত্মশক্তি বিকাশে এমনভাবে ক্ষমতায়িত করা যাতে নিজেরাই সমস্যা মোকাবেলার সামর্থ্য অর্জন করে।
- আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ।
- বিদ্যমান সরকারি-বেসরকারি সেবা সুবিধাগুলোর সুব্যবহার।
- স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার।
- স্থানীয় পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ।
- নারীদল গঠন।

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
জেলা পঞ্চগড়

রেজিষ্ট্রেশনের প্রত্যয়ন পত্র

রেজিষ্ট্রি নং জেমবিকক/পঞ্চ/২২৬ তারিখ ১৭/৬/২০১৪

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিষ্ট্রিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ)-এর অধীনে

উত্তরন এডিং হাবের মহিলা সমিতি (উত্তরন এডিং হাবের)
(সংস্থার নাম)

দুই হাজার চৌদ্দ সালের জুন মাসের সতের তারিখে পঞ্চগড় স্থানে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিজ দস্তখতে এবং সরকারী সীলমোহরে রেজিষ্ট্রি করা হইল।

১৭/৬/২০১৪
রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষ

দ্রষ্টব্য ঃ— এই প্রত্যয়ন পত্র হারাইয়া গেলে তাহা সাত দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রিকরণ কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে।

নারীদের অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন : আত্মোপলব্ধির গুরুত্বপূর্ণ ধাপ

উমেন এন্ডিং হাঙ্গার মহিলা সমিতি বা বোদা উমেন ফেডারেশন ভুক্ত নারীদলসমূহ প্রতিবছর নিজেদের কাজ ও অগগ্রতি বিশেষণ করে অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে । ইংরেজী শব্দ পার্টিসিপেশন, এমপাওয়ারমেন্ট এবং সাসটেইনবিলিটি বা বাংলায় অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন এবং স্থায়িত্ব অর্থাৎ পিইএস এই তিনটি মূলনীতির আলোকে স্থানীয় গবেষকদের দ্বারা সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও পদ্ধতি মেনে এই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি পরিচালিত হয় । এই পদ্ধতির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, (১) আমরা কী দেখতে পাচ্ছি (২) যা দেখছি তার কারণ কী (৩) বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় কী? সংগঠনের সকল স্তরে জড়িত সদস্যরা মূলতঃ ৫টি সূচকের মাধ্যমে নীচের ছক অনুযায়ী নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করে থাকে ।

মূল্যায়নের সূচক	কী দেখতে পাচ্ছি	যা দেখছি তার কারণ কী	উত্তরণের উপায় কী?
সদস্যদের সক্রিয়তা			
সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা			
অর্থ-সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা			
নেতৃত্বের সক্ষমতা			
সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব			

এই পদ্ধতি অনুযায়ী মূল্যায়ন থেকে দেখা যায় বিগত বছরে উমেন এন্ডিং হাঙ্গার মহিলা সমিতি বা বোদা উমেন ফেডারেশন সদস্যদের নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে ২০%, সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হয়েছে ২৫%, আর্থিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে ৩০%, সদস্যদের সক্রিয়তা বেড়েছে ২৫% । এছাড়াও সামগ্রিকভাবে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নারীদের যোগাযোগ এবং সমন্বয় সাধনের সক্ষমতা তৈরি হয়েছে ।

সুদিনে ফিরছে পবিত্রা রানী

1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
5 GENDER EQUALITY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
10 REDUCED INEQUALITIES
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

বোদা উপজেলার চন্দনবাড়ি ইউনিয়নের বানিয়া পাড়া গ্রামের অসাধারণ নারী পবিত্রা রানী'র জীবনগল্প মোটেও সাধারণ নয়। সংগ্রাম, সাহস, আত্মবিশ্বাসে নিজের ভাগ্য নিজেই বদলে ফেলার এক অনন্য উদাহরণ।

মাত্র ১৪ বছর বয়সে পবিত্রা রানীর বিয়ে হয়। সামান্য আয়ের সংসার, কোনোভাবে দিন চলতো, আবার অনেক দিন চলতো না। অভাবের এই কঠিন সময়ে পবিত্রা রানী থেমে থাকেননি। ২০২১ সালে পবিত্রা রানী উমেন এন্ডিং হাঙ্গার মহিলা সমিতির সদস্য হোন। শুরু হয় তার নতুন পথচলা। শেখেন সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতাই পারে জীবনে পরিবর্তন আনতে। এভাবেই ধীরে ধীরে তার জীবনে আসে নতুন সম্ভাবনা।

হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এর স্থানীয় অর্গানিক সেন্টারে কম্পোষ্ট তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের আয়ের নতুন পথ তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। নিজের সীমিত সঞ্চয় দিয়ে তিনি প্রথমে ১০টি চাড়ি ক্রয় করেন। স্থানীয়ভাবে গরুর গোবর এবং কেঁচো সংগ্রহ করে শুরু করেন তার ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদন।

শুরুটা ছিল ছোট, কিন্তু স্বপ্ন ছিল বড়। নিজের কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য্য এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে তার প্রকল্পকে সম্প্রসারিত করেন। আজ সেই ১০টি চাড়ি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫টি চাড়িতে। ২০২৫ সালে তার এই কম্পোস্ট প্রকল্প থেকে তিনি প্রায় ২৫,০০০ টাকা লাভ করেছেন।

যে নারী একসময় সন্তানের খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খেতেন, আজ তিনি নিজের আয়ে সংসার চালাচ্ছেন, সঞ্চয় করছেন এবং সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন। তার স্বামীও এখন তার এই উদ্যোগে সহযোগিতা করছেন। পবিত্রা রানীর জীবনে এখন ফিরেছে আশার আলো।

তার এই যাত্রা প্রমাণ করে পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, সঠিক সুযোগ, প্রশিক্ষণ এবং নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে হয়ে উঠতে পারেন নিজের পরিবারের পরিবর্তনের অগ্রদূত।

সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর ।

.....

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল
নারী দিল তাহে রূপ-রস-সুধা-গন্ধ সুনির্মল ।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান ।
জ্ঞানের লক্ষী, গানের লক্ষী, শষ্য-লক্ষী নারী,
সুষম-লক্ষী নারীওই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারী' ।

.....

কোন কালে একা হয়নি ক জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষী নারী ।
রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিছে রানী,
রানীর দরদে ধুইয়া গেছে রাজ্যের যত গ্লানি ।

.....

সে-যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক, নারীরা আছিল দাসী!
বেদনার যুগ,মানুষের যুগ, সাম্যর যুগ আজি,
কেহ রহিবেনা বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি!
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা অই কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে ।

.....

মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙ্গে ফেল ও শিকল!
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু উড়াও সে আবরণ!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন, ঐ যত আভরণ!

.....

সেদিন সুদূর নয়-
যে দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীর ও জয় ।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
রচিত "নারী" কবিতার অংশ বিশেষ

অর্জনের খন্ডচিত্র

উমেন এন্ডিং হাঙ্গার

উমেন এন্ডিং হাঙ্গার মহিলা সমিতি
বলরাম হাট, চন্দনবাড়ি, বোদা, পঞ্চগড়।
মোবাইল : ০১৭৪৬৪৪৩৮৯৮, ০১৭০৭০০২০২১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: মোঃ মঞ্জুরুল হাসান (সীমান্ত), গ্রাফিক ডিজাইনার